জীবননগরে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ

জীবননগরে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলির উদ্যোগে এবং জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজের সার্বিক সহযোগিতায় জীবননগর শহরের ভ্যান চালক,ব্যবসায়ী এবং গনপরিবহনের সকল যাত্রীদের মাঝে এ মাস্ক বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ ,জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফৈরদৌস ওয়াহিদ,সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন, ইয়ুথ এ্যাসেম্বলি জীবননগর উপজেলার আহবায়ক মিঠুন মাহমুদ,সমন্বকারী আশাদুজ্জামান লিটন,লোকমোর্চার উপজেলা সমন্বকারী সজল হোসেন,ইয়ুথ এ্যাসেম্বলির সদস্য রাজিব হোসেন,নিশান,তুহিন মিয়া,সম্রাট,লাবনী,প্রান্তি ,ঐশ^র্য সাহা,সাদিয়া,স্বর্ণা,তমাসহ সকল সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন।

করোনায় মৃত ডা. রুমির স্ত্রী- সন্তানও করোনা আক্রান্ত

মুজিবনগরে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ডাক্তার রুমির স্ত্রী মুসলিমা সোহেলি সেতু (৪২) ও সন্তান রাফসান রাইহান(১৪)করোনা আক্রন্ত হয়েছে।
সোমবার রাত দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রেজওয়ান আহম্মেদ মুঠোফোনের মাধ্যেমে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
ডা. রেজওয়ান আহম্মেদ জানান, ডা. রুমি মারা যাওয়ার পরের দিন তার স্ত্রী-সন্তান সহ একই পরিবারের মোট ৮ জনের নমুনা কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আজ রাতে সেগুলোর রিপোর্ট আসলে দুইজনের করোনা পজেটিভ আসে।করোনা পজেটিভের খবর পাওয়ার সাথে

সাথে সেখানে স্বাস্থবিভাগের একটি টিম পাঠানো হয়েছে। তাদের বাড়ি লকডাউনের প্রস্তুতি চলছে।
উল্যেখ্য, ডা, রুমি চলতি মাসের ৪ তারিখে করোনায় আক্রান্ত হলে পরদিন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সেখানে তিনি কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে তার অবস্হার অবনতি ঘটলে ৮ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয় । প্রায় ১৩ দিনের মাথায় তিনি গত ১৭ তারিখ ভোররাতে মৃত্যুবরন করেন।

মেহেরপুরে আরো ৪ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর হাসপাতাল পাড়ার রফিকুল ইসলাম, সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের সফিউল ইসলাম, মুজিবনগরের দারিয়াপুর গ্রামের মুসলিমা সোহেলী সেতু ও একই পরিবারের রাফসান রাইহান।

এ নিয়ে জেলায় ১৩৭ (সদর- ৭১, গাংনী -৫১, মুজিবনগর -১৫) জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৭৭ জন সুস্থ হয়েছেন, ৭ জন মারা গেছেন। ১৩ জনকে রেফার্ড করা হয়েছে।

বর্তমানে পজেটিভ সংখ্যা ৪০ জন চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, সোমবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ২৬টি রিপোট এসেছে। তার মধ্যে ৪টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত রিপোট এসেছে ২২৪৮টি।

এপেক্স ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নানান আয়োজন

আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এপেক্স ক্লাব অব বাংলাদেশ তার গৌরবের নিয়মিত পথ চলার ৬০ বছরে পদার্পণ করেছে। ১৯৬১ সালের এই দিনে এপেক্স অস্ট্রেলিয়ার জোন ১০ এর অধীন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী এপেক্স ক্লাবের সহযোগিতায় ঢাকার শাহবাগ হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে এপেক্স আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। দেখতে দেখতে এপেক্স ক্লাব অব বাংলাদেশ ৫৯টি বছর পার করে ৬০ বছরে পা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এই উপলক্ষে এপেক্স ক্লাব অব কুষ্টিয়ার পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপন, মাস্ক বিতরণ ও দোয়া মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এবারের কর্মসুচী সম্পন্ন করেছে।

এছাড়াও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ক্লাবের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপন শেষে করোনা ভাইরাসের বিষয়ে জনসচেতনতার অংশ হিসেবে শহরের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ শেষে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা এবং এপেক্স বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ ও সফলতা কামনা করে এপেক্সিয়ানরা যেন সেবা, সৌন্দর্য ও সুনাগরিকত্বের সঠিক চর্চা করতে পারেন এবং এর কার্যক্রম যেন সর্ব সাধারণের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে এই প্রত্যশা কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় ক্লাবের সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি এপেঃ আকরাম হোসেন বাবুসহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

এপেক্স ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সভাপতি এপেঃ আকরাম হোসেন বাবু বলেন, হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলা এই ৫৯টি বছর এপেক্স আন্দোলনের জন্য কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ছিল অনেক বন্ধুর পথ। আর বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পন্নত একটি দেশে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে একটি সংগঠনকে ৬০ বছর ধরে রাখা মোটেই সহজ কাজ ছিল না।

এই কঠিন কাজটি সহজ হয়েছে, এদেশের কিছু

উদ্যমী,নি:স্বার্থবাদী,নির্লোভ ও পরোপকারী মানুষের সংবেদনশীল অকৃপণ সহযোগিতার মনোভাবের কারণে। তারা সেবা,সৌহার্দ্য ও সুনাগরিকত্ব এই তিনটি মোটোকে নিজেদের প্রাত্যাহিক জীবনের সাথে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন বলেই দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও আজ এপেক্স বাংলাদেশ স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল রয়েছে।

ক্লাবের সাবেক সভাপতি আব্দুল মজিদ বলেন, প্রতি বছর এপেক্স বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ব্যাপক উৎসাহ,উদ্দিপনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হলেও এবার মহামারি করোনার কারণে সীমিত ও পরিশীলিতভাবে এপেক্সের এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনটি উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এপেক্স বাংলাদেশ। এবার আমরা এপেক্স ক্লাব অব কুষ্টিয়ার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনটি উদযাপন করতে বৃক্ষরোপন কর্মসুচী, বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ ও দোয়া মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এবারের কর্মসুচী সম্পন্ন করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাকসিনের ১ম ফলাফল

করোনাভাইরাসের টিকা উদ্ভাবনের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে আজ সেই পরীক্ষার প্রথম ফলাফল প্রকাশ করার কথা রয়েছে।

অ্যাস্ট্রাজেনেকা কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে এই টিকা তৈরির কাজ চলছে। ইতোমধ্যেই প্রচুর সংখ্যক মানুষের শরীরে এই ভাইরাসের পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

গবেষকরা বলছেন, প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশের পরেই বোঝা যাবে এই টিকা কতোটা নিরাপদ এবং একইসাথে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় এটি কতোখানি কার্যকর।

চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী দ্য ল্যানসেটে এই গবেষণা ফলাফল প্রকাশিত

হবে।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী বছরের মাঝামাঝি নাগাদ এই ভাইরাসের টিকা বাজারে চলে আসবে।

সাধারণত এধরনের টিকা তৈরিতে বহু বছর লেগে যায়। সেই বিচারে একে বড় ধরনের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

তবে এই টিকা যে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সফল হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই।

মানবদেহে ইতোমধ্যে চার ধরনের করোনাভইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে। এর কোনটিরই টিকা তৈরি হয়নি।

এদিকে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের তৈরি করোনা ভ্যাকসিন চ্যাডক্স-১এনকোভ-১৯ এর প্রথম ধাপের ফল প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যালস জায়ান্ট অ্যাস্ট্রাজেনেকার সঙ্গে যৌথভাবে এই ভ্যাকসিন তৈরি করেছে অক্সফোর্ড।

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী বছরের মাঝের দিকে হয়তো যেকোনও একটি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন বিস্তৃত পরিসরে সহজলভ্য হতে পারে। সাধারণত যেকোনও ভ্যাকসিন তৈরি এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কয়েকবছর এমনকি কয়েক দশকের দরকার হয়। তবে অক্সফোর্ডের এই ভ্যাকসিন যদি সফল হয় তাহলে সেটি হবে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।

গত ১৫ জুলাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, ভ্যাকসিন তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী দল বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকীতে এর ফল প্রকাশের অপেক্ষা করছেন। তবে এ বিষয়ে আর কোনও বিস্তারিত তথ্য তিনি দেননি।

এর আগে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, তারা ভ্যাকসিনটির সফলতার ব্যাপারে ৮০ শতাংশ আশাবাদী। যদি সফল হয় তাহলে আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই মানুষের শরীরে ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ শুরু করা যেতে পারে। সূত্র: বিবিসি বাংলা

চুয়াডাঙ্গায় আই,সি,ইউ এর দাবিতে মানবতা ফাউন্ডেশনের স্মারকলিপি প্রদান

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আই,সি,ইউ এর দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে মানবতা ফাউন্ডেশন।

সোমবার (২০ জুলাই) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন মানবতা ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দ।

জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার প্রাপ্ত স্মারকলিপিটি তৎক্ষনাৎ প্রধানমন্ত্রী বরাবর ফ্যাক্স যোগে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এ সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানবতা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ্যাডভোকেট মানি খন্দকার, সংস্থার মানবাধিকার সেলের চীফ কো-অর্ডিনেটর এ্যাডভোকেট কাইজার হোসেন জোয়ার্দ্দার শিল্পী, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি এ্যাভোকেট নওশের আলী, ওম্যান এন্ড চাইল্ড সেলের চীফ লইয়ার এ্যাডভোকেট তানিয়া লাঞ্চ, অপারেশন অফিসার জিল্লূর রহমান ও পাবলিক রিলেশন অফিসার হাফিজ উদ্দিন হাবলু প্রমুখ।

এ ব্যাপারে মানবতা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ্যাডভোকেট মানি খনন্দকার বলেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনায় ছোট্ট জেলা চুয়াডাঙ্গায় প্রতিদিনিই আতংকজনক হারে করোনাভাইরাসের রোগী শনাক্ত হচ্ছে। মারা যাচ্ছেন অনেকেই। এ জন্য জেলাবাসির পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আই,সি,ইউ এর দাবিতে মানবতা ফাউন্ডেশন প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

ঈদযাত্রায় করোনার বিস্তার রোধে একযোগে কাজ করার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের

ঈদযাত্রায় করোনার সংক্রমণ বিস্তার রোধে এবং জনগণকে সুরক্ষা দিতে দায়িত্বশীল সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

সোমবার বনানীস্থ বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) এর প্রধান কার্যালয়ে আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে সড়ক-মহাসড়কে যাত্রী সাধারণের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে করতে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভায় নিজ বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি এই আহ্বান জানান।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘এটি ধর্মীয় উৎসব হওয়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় বাস্তবতায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিআরটিএ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও পরিবহন-সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঈদ যাত্রায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে করোনা সংক্রমণ আশংকা রোধে কাজ করতে হবে।’

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি, টার্মিনাল প্রতিনিধি, বিআরটিএ, সিটি কর্পোরেশনসহ সব অংশীজনদের নিয়ে যাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, মহাসড়কে ফিটনেসবিহীন যানবাহনে কোরবানির পশু পরিবহন বন্ধ করতে হবে এবং তা উৎসমুখেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ঈদের তিন দিন আগে থেকে পণ্যবাহী ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি সার্ভিস ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে। যাত্রাপথে জ্বালানি সংগ্রহ ও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া গাড়ি থামানো যাবে না। সড়ক ও মহাসড়কের ওপর এবং পাশে কোনোভাবেই পশুরহাট বসানো যাবে না।

বিআরটিএর মোবাইল কোর্ট সার্বক্ষণিক এসব মনিটর করবে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতিটি টিপ শেষে গাড়ির ভেতর ও বাইরে জীবাণুমুক্ত করতে

হবে। যেসব পরিবহন, মালিক-সমিতি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাবে এবং জনস্বার্থ পরিপন্থী কাজ করবে, তাদের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

এ সময়ে তিনি ঈদের আগে ও পরে সিএনজি স্টেশনসমূহ খোলা রাখতে জ্বালানি বিভাগকেও অনুরোধ জানান।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য মশিউর রহমান রাঙ্গা, বিআরটিএর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার, বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. এসছানে এলাহি প্রমুখ।

সূত্র- যুগান্তর

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম জেনেও চুপ ছিল মন্ত্রণালয়

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আর সেবার নামে ডাকাতি আরও একমাস আগেই এসব তথ্য জমা পড়েছিল মন্ত্রণালয়ে।

লিখিতভাবে এসব অভিযোগের কথা জানিয়েছিলেন সেখানে নিয়োগ পাওয়া সরকারি চিকিৎসকরা। পরে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিলেও শাহেদের রিজেন্টের বিপক্ষে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি মন্ত্রণালয়। যদিও এখন এসবের দায় নিতে চান না সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

রিজেন্টে অভিযানের পরে শাহেদনামায় প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন অধ্যায়। আর সেই সঙ্গে জমাট বাঁধছে নানা প্রশ্ন।

এই করোনাকালে রিজেন্টের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সেখানে নিয়োগ দেয়া হয় বেশ কয়েকজন সরকারি চিকিৎসক। ১১ মে নিয়োগের দিনেই তাদের কাছে মৌখিক নির্দেশ আসে সেদিনই কর্মস্থলে যোগ দেয়ার। মধ্যরাতে খোদ শাহেদই চিকিৎসকদের ফোন দেন, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী পরিচয়ে। আর হাসপাতালে যোগদানের পরের অভিজ্ঞতা আরো ভয়াবহ।

জাতীয় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শরিফুল ইসলাম বলেন, উনি আমাকে প্রথমেই পরিচয় দেন প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র সচিব হিসেবে। ডাক্তারদের সুরক্ষার ব্যাপারে, করোনা রোগীদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারে, কোনো কিছুতেই আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। পরে জানতে পারলাম যে, এখানে এক্সরে মেশিন নাই, প্যাথলজিস্ট নাই; প্যাথলজির কোনো কাজকর্ম চলে না।

এরই মধ্যে শাহেদের বিশেষ চাহিদা মেটাতে আইসিউইতে তাৎক্ষণিক যোগদানের আদেশ পান এনেস্থেশিয়ার এক জুনিয়র কনসালটেন্ট। যদিও কাজ করতে গিয়ে দেখেন নামেই আইসিইউ। বাস্তবে সেখানে এমন সেবা দেয়ার ন্যূনতম সুবিধা ছিল না। ১৫ মে মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। তিন দিনের মধ্যে রিজেন্ট থেকে তুলে নেয়া হয় সরকারি সব চিকিৎসককে।

মুগদা জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. শরীফ সামিরুল আলম বলেন, আমি অ্যাপলিকেশন্স লিখেছি ওখানে দেখবেন যে, কোনো ডাক্তার ছিল না, কোনো নার্স ছিল না। সব মিলিয়ে আইসিইউ’র মতো সেটআপটা ওইখানে ছিল না।

এবার সমীকরণটা মেলানো যাক। যদি এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসকদের রিজেন্টে নিয়োগের আদেশ তুলে নেয়া হয়। তবে চিঠিতে লেখা হাসপাতালের অনিয়মের বিষয়ে কেন ব্যবস্থা নেয়নি মন্ত্রণালয়। সে সময় দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন দায় এড়ানোর কথা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) সিরাজুল ইসলামকে ফোন করে সময় সংবাদের পরিচয় দেয়ার পর তিনি বলেন, আমি এখন কথা বলবো না।

মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান বলেন, তখন আমি প্রশ্ন তুললাম, বেসরকারি হাসপাতালে আমরা সরকারি ডাক্তার কেন দেবো? তখন আমাকে বলা হলো যে, ওইখানে তো ৩৯তম বিসিএস থেকেও কতজন ডাক্তারকে যেন পদায়ন করা হয়েছে।

সেখানে যে একটা ঝামেলা হচ্ছে সেটা তো আপনারা বুঝতে পারছিলেন, এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, না, ওটা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

এদিকে এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আর অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখার পরিচালক। তিনি রাজি হননি কথা বলতেও।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনায় বিএনপি নেতা আউয়াল খানের মৃত্যু

বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস আবদুল আউয়াল খান আর নেই।

করোনাভাইরাসের কাছে হার মেনে আজ সোমবার দুপুর সোয়া ২ টায় তিনি মহাখালীতে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন।

আজ সোমবার এ তথ্য জানান তার ছোট ভাই আবদুল নবিন খান।

তিনি বলেন, ‘ভাইকে (আবদুল আউয়াল খান) মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার টেস্টে পজেটিভ আসে। তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে মুগদাতে আইসিইউ বেড না পেয়ে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আবদুল নবিন খান বলেন, ‘মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির আগে গত ৪-৫ দিন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বাসাতেই আইসোলেশনে ছিলেন আবদুল আউয়াল খান। ’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি

সোহাগ করোনায় আক্রান্ত

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তার শারীরিক অবস্থা ভালো। তিনি রাজধানীর পরীবাগের বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

সাইফুর রহমান সোহাগ সোমবার দুপুরে টেলিফোনে যুগান্তরকে বলেন, শরীরে উপসর্গ দেখা দিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে করোনা টেস্ট করিয়েছি। এতে করোনা পজিটিভ রেজাল্ট আসে। এর পর থেকে বাসায়ই আছি।

সোহাগ সবার কাছে দোয়া চেয়ে বলেন, আমি শারীরিকভাবে ফিট আছি। সবাই দোয়া করবেন যেন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারি।

এর আগে রোববার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেয়া এক পোস্টে সোহাগের করোনা সংক্রমিত হওয়ার বিষয়টি জানান ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন।

তিনি লেখেন– পুরো রমজান মাসজুড়ে অসহায় অসচ্ছল কর্মহীন মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ, নিজ এলাকা ও বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ বিতরণ এবং সামাজিক কার্যক্রমে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আজ নিজেই অসুস্থ সাইফুর রহমান সোহাগ। তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। সূত্র-যুগান্তর